গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ডিসেম্বর ২০১৮ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোস্তাফা কামাল উদ্দীন সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বেলা ১১.০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)সহ জননিরাপত্তা বিভাগের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাগণ এর অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সভার কাজ সম্পন্ন করেন।

২.০ আলোচনা:

সভাপতি সভায় জানান যে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগে ও পরে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় জননিরাপত্তা বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা থাকে। এ বিভাগের সঠিক দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভর করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা। তাই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখাসহ নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহের নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.২ সভার কার্যপত্রের ধারাবাহিক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন অধিদপ্তর প্রধানের প্রতিনিধিগণ তাঁদের নিজ নিজ অফিসসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন, পেন্ডিং বিষয়াদি আলোচনায় তুলে ধরেন।

২.৩ বিভিন্ন অধিদপ্তর সমূহের অডিট আপত্তিসমূহ, পেনশন কেইসসমূহ, ই-টেন্ডারি ও ই-ফাইলিং ইত্যাদি নিয়মিত বিষয় উপস্থাপিত হয়। এসব আলোচ্যসূচির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

২.৪ ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ২০১৮ প্রণয়ন, বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মরত সদস্য চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে তাকে আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত অভিন্ন বিধিমালা প্রণয়ন, বিসিএস (আনসার) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা ১৯৮০ সংশোধন, বিসিএস (আনসার) নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮১ এর তফসিল সংশোধন এবং ২টি নতুন আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন গঠনে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

২.৫ বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ডে ২টি রিজিওনাল সদর দপ্তর চালুকরণসহ সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্ন পদ সৃজন করেন, পুলিশের মংলা বন্দর ও দক্ষিণ রাজুনিয়া থানা স্থাপন, এনটিএমসির নিয়োগ বিধিমালসহ জাতীয় ইলেকট্রনিক যোগাযোগ নিরাপত্তা আইন ২০১৭ এর খসড়া নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩.০ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	গত নভেম্বর ২০১৮ মাসের কার্যবিবরিণীতে কোন রুপে সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতি ক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়	প্রশাসন অনুবিভাগ, শাখা-৩
৩.২.১	অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ তাঁদের নিজ নিজ অফিসসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।	অধিদপ্তর/সংস্থাপ্রধান (সকল)
৩.২.২	অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের পাশাপাশি সেক্টর/রেঞ্জ কমান্ডার ও ব্যাটালিয়ন অধিনায়কগণ তাঁদের স্ব স্ব দপ্তরসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করবেন।	
৩.২.৩	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগপূর্বক অনিষ্পন্ন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পন্নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
৩.৩	একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ও যথাযথ ভাবে পালন করে জননিরাপত্তা বিভাগ তথা অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহের সুনাম বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	অনুবিভাগ (সকল)

৩.৪.১ ৩.৪.২	প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পেন্ডিং বিবরণী ও অন্যান্য তথ্য এ বিভাগের প্রশাসন-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। পেন্ডিং বিষয়াদির তালিকায় নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পেন্ডিং এর বিষয় এবং কোন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগে পেন্ডিং তা উল্লেখ করতে হবে, ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।	অধিদপ্তর/সংস্থা (সকল)/ অনুবিভাগ (সকল)/ অধিশাখা/ শাখা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশাসন-৩ শাখা
৩.৫	অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে শতভাগ ই-ফাইলিং চালুকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/সংস্থা (সকল)/ আইসিটি শাখা। এটুআই প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩.৬.১ ৩.৬.২	জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনস্ত সকল সংস্থাকে শত ভাগ ই-টেন্ডার চালু করতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রেরণ করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/সংস্থা/ উন্নয়ন/অনুবিভাগ/প্রশাসন-২

৪.০ বিগত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

সভায় গত অক্টোবর ২০১৮ সহ বিগত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা কর হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনান্তে নিম্নে লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:

সিদ্ধান্ত ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪.১	**ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ২০১৭ প্রণয়ন :** মন্ত্রিসভার নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৭' এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা) কে আহবায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রনীত 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদানের জন্য ০৫/০৭/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০/০৯/২০১৮ তারিখে খসড়া আইনটির উপর মতামত প্রদান করে এবং কিছু ধারার উপর আইন ও বিচার বিভাগের মতামত নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শের প্রেক্ষিতে গত ২৯/১০/২০১৮ তারিখে আইন ও বিচার বিচার বিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ অধিদপ্তর থেকে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়মিত এ বিষয়ে ফলোআপ করছেন।	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ২০১৭ এর খসড়া প্রণয়নের পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শের আলোকে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে যোগাযোগ পূর্বক মতামত সংগ্রহের কার্যক্রম তরান্বিত করতে হবে।	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট কমিটি
৪.২	**বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মরত সদস্য চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে/গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে তাকে আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন প্রসঙ্গে :** বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার, বিজিবি ও কোস্টগার্ড সদস্যদের মৃত্যু বা অক্ষমতাজনিত কারণে আর্থিক অনুদান প্রদান বিষয়ে একটি Comprehensive নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের নিমিত্ত গঠিত কমিটির ৪র্থ সভা গত ১২/১২/২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।	এই বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করা জন্য পুলিশ, আনসার, বিজিবি ও কোস্টগার্ড অধিদপ্তরকে তাগিদ দিতে হবে।	আইন-২/ সংশ্লিষ্ট কমিটি
৪.৩	**বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে যুগোপযোগীকরণের অংশ হিসেবে ১টি অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বিদ্যমান উপ-মহাপরিচালক হতে উন্নীত) ও ২টি উপ-মহাপরিচালক এর কার্যালয়, ৬টি নতুন পরিদপ্তর এবং ২টি রিজিওনাল সদর দপ্তর চালুকরণ ও পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পদবীর ১৮৯টি পদ সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন প্রসঙ্গে :** বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীকে যুগোপযোগীকরণের অংশ হিসেবে ১টি অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বিদ্যমান উপ-মহাপরিচালক হতে উন্নীত) ও ২টি উপ-মহাপরিচালক এর	এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রেখে ফলোআপ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি/ সীমান্ত অনুবিভাগ

	কার্যালয়, ৬টি নতুন পরিদপ্তর এবং ২টি রিজিওনাল সদর দপ্তর চালুকরণ ও পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পদবীর ১৮৯টি পদ সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন প্রদানের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড বাহিনীকে যুগোপযোগীকরণের অংশ হিসেবে কোষ্ট গার্ড বাহিনীকে সদর দপ্তরে "আইটি ও যোগাযোগ ব্রাঞ্চ" এবং "গোয়েন্দা ব্রাঞ্চ" নামক দুটি বিভাগ গঠনের জন্য ৩০টি পদ স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে সৃজনে এবং ০২টি জীপ টিওএন্ডইভুক্তকরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়, অর্থ বিভাগ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের আলোকে গত ০৮/০৯/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে জিও জারিকরত পৃষ্ঠাংকনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।		
৪.৪	**(ক) মংলা বন্দর থানা স্থাপন :** এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। ১৪/১০/২০১৮ তারিখ তাগিদপত্র প্রদান করা হয়।	এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রেখে ফলোআপ করতে হবে।	পুলিশ শাখা-৩/ পুলিশ অধিদপ্তর
	(খ) দক্ষিণ রাজুনিয়া থানা স্থাপন : গত ১১/১১/২০১৮ তারিখ চাহিত তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কতিপয় চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	পুলিশ শাখা-৩/ পুলিশ অধিদপ্তর
৪.৫	**PSTNকে LI Compliance এর আওতাভুক্ত করণের লক্ষ্যে সংগৃহিত অর্থ ছাড়করণ :** ডাক এ টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে ০৯/০৮/২০১৮ তারিখের ২৩০ নং স্মারকে বিটিসিএল এর মতামত চাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ডাক এ টেলিযোগাযোগ বিভাগের সাথে এনটিএমসির যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	পরবর্তী বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/ এনটিএমসি অধিশাখা
৪.৬	**জাতীয় ইলেকট্রনিক যোগাযোগ নিরাপত্তা আইন, ২০১৭ এর খসড়া:** খসড়া পর্যালোচনার লক্ষ্যে ৩০-০৭-২০১৮ তারিখ **৫ম** সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ৬ষ্ঠ সভা আহবানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রাখতে হবে।	পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/ এনটিএমসি অধিশাখা
৪.৭	**এনটিএমসি'র নিয়োগ বিধিমালা :** গত ২০/০৯/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপকমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণের জন্য পুণরায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩১ সেট প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপকমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্তে সচিব কমিটিতে প্রেরণের জন্য গত ০৮/১১/২০১৮ তারিখে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর বর্ণনা মোতাবেক খসড়া নিয়োগ বিধিমালা প্রস্তাব -৩১ (একত্রিশ) সেট প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ২৬/১১/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ৩০ সেট প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রেরণ হয়।	এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রাখতে হবে।	পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/ এনটিএমসি অধিশাখা
৪.৮	**(ক) বিসিএস (আনসার) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ১৯৮০ সংশোধন। (খ) বিসিএস (আনসার) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন প্রসঙ্গে :** ০৭/০৩/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রেরণের জন্য আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ১৭/১০/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।	এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রাখতে হবে।	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৪.৯	**আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অধীনে ০২টি নতুন "আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন" গঠন ও উক্ত ব্যাটালিয়নে জন্য জনবল সৃজন:** অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় প্রস্তাব সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরন করে। উক্ত তথ্য ১২/১১/২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য পুনঃ প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগে কার্যক্রম চলমান আছে।	অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে পরবর্তী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ

৪.১০	**আভিযানিক প্রয়োজনে আনসার ব্যাটালিয়ন সমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃগঠন সংক্রান্ত:** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১২/০৯/২০১৮ তারিখে ৫৫৬০টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রেক্ষিতে ২৯/১০/১৮ তারিখে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে পরবর্তী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৪.১১	**অধিদপ্তরসমূহের অডিট আপত্তির তুলনামূলক চিত্র :** **পুলিশ অধিদপ্তর:** নভেম্বর-২০১৮খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ২২৮৬ টি অডিট আপত্তি পেন্ডিং আছে, জড়িত টাকার পরিমান ৪৫০,৯৭,৫১,৮৪৮/-টাকা মাত্র। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে (পরিশিষ্ট-গ)। **আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর:** নভেম্বর-২০১৮ মাস পর্যন্ত ২০টি অডিট আপত্তি পেন্ডিং আছে, জড়িত টাকার পরিমান ১১,০০,৫৮,৩০৬.৪৫ টাকা মাত্র। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **এনটিএমসি:** * অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেট কোড-১৮৯৯ হতে বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২৬,৮৩,৪৬০/- (ছাব্বিশ লক্ষ তিরাশি হাজার চারশত ষাট) টাকা পরিশোধের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ হতে ব্যয়োত্তর মঞ্জুরী গ্রহণ করতঃ উক্ত কপি প্রমাণক হিসেবে গত ০৬/১১/২০১৭ তারিখে সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। * অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষে লিয়াজোঁ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। **কোস্টগার্ড:** অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন অব্যাহত রাখা হয়েছে। **বিজিবি:** নভেম্বর ২০১৮ মাসে বিজিবির ১৮টি অডিট আপত্তি রয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	* অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করতে হবে। * অডিট আপত্তির টাকার পরিমান যাচাই করে দেখতে হবে। * নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির টাকার পরিমান উল্লেখ্য করতে হবে।	অনুবিভাগসমূহ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা (সকল)
৪.১২	**অধিদপ্তরসমূহের পেনশন কেইসের তুলনামূলক চিত্র :** অধিদপ্তরসমূহের পেনশন কেইসসমূহের তুলনামূলক চিত্র (পরিশিষ্ট-গ)তে দেখানো হলো।	পেনশন কেইসসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	অধিদপ্তর/ সংস্থা (সকল)
৪.১৩	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগিতি (পরিশিষ্ট-'ঙ') তে দেখানো হলো মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পরিশিষ্ট-'ঙ') তে দেখানো হলো।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাসিক ভিত্তিতে প্রতি মাসের ২ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ সংস্থা (সকল)/ অনুবিভাগ (সকল)

৫.০ সভাপতি জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ডিসেম্বর ২০১৮ মাসের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধিগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোস্তাফা কামাল উদ্দীন)
সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ই-টেন্ডার এর পরিসংখ্যান (পরিশিষ্ট-'ক')

বিবেচ্য মাস	সংস্থার নাম	মোট টেন্ডারের সংখ্যা	ই-টেন্ডার এর সংখ্যা	ই-টেন্ডারের শতকরা হার	টেন্ডারিং-এ মোট অর্থের পরিমাণ	ই-টেন্ডারিং-এ জড়িত অর্থের পরিমান	গত মাসেই-টেন্ডারের সংখ্যা ও শতকরা হার	মন্তব্য
নভেম্বর/ ২০১৮	পুলিশ অধিদপ্তর	৪৬	৩৩	৭১.৭৩ %	৮৬,২১,৭৬,৭৯ /-	৮০,৫৬,৯১,০০০/-	অক্টোঃ/১৮ ই-টেন্ডার ৩১টি ও শতকরা হার ৬৮%	
	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	১৩	-	৫৭.১৪ %	৮০,৯২,৫২,০২ ১/-	-	-	
	আনসার-ভিডিপি অধিদপ্তর	২৭	০	-	২৪৬,০২,৪,৩৬ ০/-	০	-	
	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	০০	০০	-	-	-	-	
	ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	০৬	০৪	-	২১,২৮,৭০০/-	২০,০০,০০০/-	-	

পেন্ডিং বিষয়াদির তুলনামূলক চিত্র (পরিশিষ্ট-'খ')

অধিদপ্তর/ সংস্থার নাম	০১ মাসের অধিক পেন্ডিং (নভেম্বর/১৮)	০১ মাসের অধিক পেন্ডিং (অক্টোবর/১৮)	পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (+) বা হ্রাসের (-) সংখ্যা
পুলিশ	৩৫	৩৫	০০
বিজিবি	৬৪	৬৯	-০৫
আনসার-ভিডিপি	১৬	১৬	০০
কোস্ট গার্ড	৫০	৩৩	+১৭
এনটিএমসি	০৯	১১	-০২
মোট =	১৭৪	১৬৪	

অধিদপ্তরসমূহের অডিট আপত্তির তুলনামূলক চিত্র (পরিশিষ্ট-'গ')

অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	পেন্ডিং অডিট আপত্তি (নভেম্বর/১৮)	পেন্ডিং অডিট আপত্তি (অক্টোবর/১৮)	পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় নিষ্পত্তি বৃদ্ধি(+) বা হ্রাস(-)
পুলিশ	২২৮৬	২২৯৩	-০৭
বিজিবি	১৮	১৮	০০
আনসার-ভিডিপি	২০	২০	০০
কোস্ট গার্ড	১৪২	১৪২	০০
এনটিএমসি	৬	০৬	০০
মোট =	২৪৭২	২৪৭৯	

পেনশন কেইসের তুলনামূলক চিত্র (পরিশিষ্ট-'ঘ')

অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	পেন্ডিং পেনশন কেইস (নভেম্বর/১৮)	পেন্ডিং পেনশন কেইস (অক্টোবর/১৮)	পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় পেনশন কেইসের বৃদ্ধি(+) বা হ্রাস (-)
পুলিশ	০১	০১	০০
বিজিবি	০২	০২	০০
আনসার-ভিডিপি	০০	০০	০০
কোস্ট গার্ড	০০	০১	-০১
এনটিএমসি	০০	০০	০০
মোট =	০৩	০৪	০০

মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (পরিশিষ্ট'ঙ')

ক্রঃনং	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-২৫(০৬)/২০১৫, তারিখঃ ২২ জুন ২০১৫ **বিষয়-১: মোবাইল কোর্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৫ এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন।** সিদ্ধান্ত: ১০ "সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত মোবাইল কোর্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৫-এর খসড়া নীতিগতভাবে এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।"	"মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্ট বিভাগে তিনটি রীট (রীট পিটিশন নং-৮৪৩৭/২০১১, ১০৪৮২/২০১১ এবং ৪৮৭৯/২০১২)-এ প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের আপীল সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। আপীল নিষ্পত্তির পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২.	মসবৈ-৪২(১১)/২০১৫, তারিখঃ ০২ নভেম্বর ২০১৫ **বিষয়- ২: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-এর তফসিল সংশোধনের বিষয় মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ।** সিদ্ধান্ত: ১২.৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনক্রমে বাংলা ভাষায় প্রণয়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।	পুলিশ সংশ্লিষ্ট ১৫টি আইন/অধ্যাদেশ/বিধি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বাংলায় রূপান্তর করাসহ আইনে পরিণত করার বিষয়ে যুগ্ম সচিব (পুলিশ-১) কে আহবায়ক করে গত ১৯/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আইন, পুলিশ ও প্রশাসন উইং এর সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা ও পুলিশ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাসহ একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আটটি অধ্যাদেশ/ আইনের মধ্যে ইতোমধ্যে ০৩টি অধ্যাদেশ (The Dhaka Metropolitan Police Ordinance,1976, The Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978, The Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985) ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে খসড়া প্রদান করে। বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া তিনটির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় প্রণীত বর্ণিত খসড়া ৩টি মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশের পরিবর্তে সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক, অভিন্ন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী পুলিশ অধিদপ্তরে বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক আইনের খসড়া প্রণয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি অধ্যাদেশ/আইনের মধ্যে The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 এর বাংলা খসড়া চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।
৩.	মসবৈ-২৭(০৭)/২০১৬, তারিখঃ ২৫ জুলাই ২০১৬ **বিষয়-১: মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৬ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন।** সিদ্ধান্তঃ ৮.২। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে-সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সে-গুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করিবার যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল তৎপরিপ্রেক্ষিতে যে-সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুরূপ অধ্যাদেশ অদ্যাবধি অনিষ্পত্তিকৃত রহিয়াছে সেগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করিবেন।	পুলিশ সংশ্লিষ্ট ১৫টি আইন/অধ্যাদেশ/বিধি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বাংলায় রূপান্তর করাসহ আইনে পরিণত করার বিষয়ে যুগ্ম সচিব (পুলিশ-১) কে আহবায়ক করে গত ১৯/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আইন, পুলিশ ও প্রশাসন উইং এর সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা ও পুলিশ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাসহ একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আটটি অধ্যাদেশ/ আইনের মধ্যে ইতোমধ্যে ০৩টি অধ্যাদেশ (The Dhaka Metropolitan Police Ordinance,1976, The Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978, The Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985) ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে খসড়া প্রদান করে। বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া তিনটির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় প্রণীত বর্ণিত খসড়া ৩টি মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশের পরিবর্তে সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক, অভিন্ন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী পুলিশ অধিদপ্তরে বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক আইনের খসড়া প্রণয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি অধ্যাদেশ/আইনের মধ্যে The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 এর বাংলা খসড়া চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।

৪.	মসবৈ-০২(০১)/২০১৭, তারিখঃ ০৯ জানুয়ারি ২০১৭ বিষয়-২: 'ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত ও চুড়ান্ত অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ১০.২। গত ০২ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১৫'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদনের সময় মন্ত্রিসভা যে নির্দেশনা প্রদান করিয়াছে তাহা অনুসরণক্রমে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০'-এ বিদ্রোহ সংঘটন সংক্রান্ত শাস্তি বিধানের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাক্রমে বিদ্যমান আইনে বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধ সংজ্ঞায়িত এবং উহার শাস্তির বিধান সন্নিবেশ করিয়া উহা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	মন্ত্রিসভার নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৭' এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা)কে আহবায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে প্রনীত 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদানের জন্য ০৫/০৭/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০/০৯/২০১৮ তারিখে খসড়া আইনটির উপর মতামত প্রদান করে এবং কিছু ধারার উপর আইন ও বিচার বিভাগের মতামত নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শের প্রেক্ষিতে গত ২৯/১০/২০১৮ তারিখে আইন ও বিচার বিচার বিভাগে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ২৩/১২/২০১৮ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত পাওয়া গেছে। আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুযায়ী সংশোধন/পরিমার্জন পূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।
৫.	মসবৈ-২১(০৮)/২০১৮, তারিখ: ০৬ আগস্ট ২০১৮ সম্পূরক বিষয়: ' সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮'-এর খসড়ার চুড়ান্ত অনুমোদন। সিদ্ধান্ত্য ১১.২। জননিরাপত্তা বিভাগ যথাসময়ে 'সড়ক পরিবহন আইন' ২০১৮'-এর বিষয়ে 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯'-এর তপশিল সংশোধন করিবার উদ্দ্যোগ গ্রহণ কেরিবে।	তফসিল সংশোধনের নিমিত্ত উল্লিখিত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সড়ক পরিবহন মহসড়ক বিভাগকে গত ১১/১১/২০১৮ তারিখে অনুরোধ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। কার্যক্রম চলমান।
৬.	মসবৈ-২৩(০৮)/২০১৮, তারিখঃ ২০ আগস্ট ২০১৮ সম্পূরক বিষয়: নেপালের সঙ্গে সাক্ষরের জন্য BIMSTEC সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters-১৩ সিদ্ধান্ত: ৩৪। নেপালের সঙ্গে সাক্ষরের জন্য সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত BIMSTEC সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।	BIMSTEC সচিবালয় ঢাকার সূত্রে জানা যায়, BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপিত হবে।
৭.	মসবৈ-৩০(১০১)/২০১৮, তারিখঃ ২৯ অক্টোবর ২০১৮ বিষয়- ১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৮ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদন। সিদ্ধান্তঃ ১১.৩। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে)২০০৯ হইতে অদ্যবধি (মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত যেসকল আইন নীতিগত বা চুড়ান্ত - গুরুত্ব ,গে প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছেবিভা/অনুমোদনের পরও মন্ত্রণালয় বিবেচনায় সেইগুলি দ্রুত প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রণয়নের আবশ্যকতা প্রতীয়মান না ,হইবে। ইহা ছাড়া হইলে উক্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। আইন ব্যতীত অন্যান্য সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে। মন্ত্রণালয়বিভাগের সচিবগণ উপযুক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ / করিবেন।	মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহিত জননিরাপত্তা বিভাগ সম্পর্কিত দীর্ঘকাল অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে গত ০৫/০৯/২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ এর (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট) অতিরিক্ত সচিব ,বিভাগে জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ''দন্ডিত, গ্রেফতারকৃত, সন্দেহভাজন এবং ক্রাইম সিনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ অধ্যাদেশ, ২০০৮'' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৩১৩.০৬.০১৬.১৮. ১১৪, তারিখ: ১০/০৯/১৮ খ্রিঃ মূলে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত উল্লিখিত সিদ্ধান্ত জননিরাপত্তা বিভাগের অনুকূলে বাস্তবায়িত গণ্য করা হয়।

৮.	মসবৈ-৩০(১০)/২০১৮, তারিখঃ ২৯ অক্টোবর ২০১৮ বিষয়-৭: দক্ষিণ আফ্রিকার সংঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য (১) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Extradition এবং (২) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters –শীর্ষক দুইটি চুক্তির খসড়ার অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ২৯। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত দক্ষিণ আফ্রিকার সংঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য (১) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Extradition এবং (২) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters –শীর্ষক দুইটি চুক্তির খসড়ার অনুমোদন করা হইল।	দক্ষিণ আফ্রিকার সংঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য (১) Treaty betwee the Government of the Republic of Sout Africa and the Government of the People' Republic of Bangladesh on Extradition এবং (Treaty between the Government of th Republic of South Africa and the Governmer of the People's Republic of Bangladesh o Mutual Legal Assistance in Criminal Matter –শীর্ষক চুক্তি দু'টি স্বাক্ষরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ক হয়েছে।
৯.	মসবৈ-২২(৭)/২০০০, তারিখঃ ০৩-০৭-২০০০ বিবিধ বিষয়- ১০: প্রচলিত আইনসমূহ বাংলায় ভাষান্তর। সিদ্ধান্ত: ১২। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের অনেক আইন এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। এ সকল আইন ইংরেজি ভাষায় প্রণীত। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশেও অনেক আইন ইংরেজি ভাষায় প্রণীত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইন সাধারণ মানুষের নিকট সহজবোধ্য নহে। এই আইনসমূহের অনুমোদিত বাংলা ভাষান্তর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে দেশে প্রচলিত ইংরেজি ভাষায় প্রণীত সকল আইনের অনুমোদিত বাংলা ভাষান্তরকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	পুলিশ সংশ্লিষ্ট ১৫টি আইন/অধ্যাদেশ/বিধি অগ্রাধিকার ভিত্তি পর্যায়ক্রমে বাংলায় রূপান্তর করাসহ আইনে পরিণত করার বিষয়ে যু সচিব (পুলিশ-১) কে আহবায়ক করে গত ১৯/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারি আইন, পুলিশ ও প্রশাসন উইং এর সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা ও পুলি অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাসহ একটি কমিটি গঠন করা হ কমিটি ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আটটি অধ্যাদেশ/ আইনের ম ইতোমধ্যে ০৩টি অধ্যাদেশ (The Dhaka Metropolitan Polic Ordinance,1976, The Chittagong Metropolitan Polic Ordinance, 1978, The Khulna Metropolitan Polic Ordinance, 1985) ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর ক খসড়া প্রদান করে। বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া তিনটির বিষয়ে পরব কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখ সচিব মহোদয় সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইংরে থেকে বাংলা ভাষায় প্রণীত বর্ণিত খসড়া ৩টি মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশ পরিবর্তে সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক, অভিন্ন আই প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী পুলিশ অধিদপ্তরে বাংলাদে বিদ্যমান সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক আইনে খসড়া প্রণয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি অধ্যাদেশ/আইনে মধ্যে The Police (Incitement to Disaffection) Act, 192 এর বাংলা খসড়া চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।
১০.	মসবৈ-২৫(৭)/২০০১, তারিখ-০২-০৭-২০০১ বিষয়ঃ বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিতব্য বহিঃসমর্পন চুক্তি অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ১১। সারসংক্ষেপের সহিত উপস্থাপিত বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদেয় বহিঃসমর্পন চুক্তির খসড়াটি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়নের জন্য	ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে জানানো হয় যে, মার্কি সরকার এ চুক্তি বাস্তবায়নে তেমন আগ্রহী নয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষ বিভাগের তালিকা থেকে এটি বাদ দেয়ার জন্য এ মন্ত্রণালয় থে অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৩/১১/২০০৯ তারিখের প বর্ণিত চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য আরও উদ্যো গ্রহণ, তা না হলে Rules of Business এর ১৬ (ix)(f) এ বিধানমতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সার-সংক্ষেপ প্রেরণের জ পরামর্শ দেয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরামর্শ মোতাবেক বাংলাদে

	অনুমোদন করা হইল।	ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বহিঃসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে পুন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ৭/১২/২০০৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান রাষ্ট্রদূত জানান যে, মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব জাষ্টিস এর ডে এ্যাসিসটেন্ট এ্যাটর্নী জেনারেল মিঃ ব্রস শোয়ার্জ এর সঙ্গে সাক্ষা সময় তিনি বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বহিঃসমর্পন দ্রুততম সময়ে স্বাক্ষর এবং এর বর্তমান অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে মিঃ শোয়ার্জ জানান যে, এ বিষয়ে মা পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে মতবিনিময়ের জন্য একটি সময়সূচী নির্ধার ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন। তিনি আশ্বস্ত করেন যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কিন্তু একই সাথে উল্লেখ করেন এটি সময় সাপেক্ষ বিষয়। মান্যবর রাষ্ট্রদূত প্রস্তাব করেন যে, খ চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসার পূর্বে উভয়পক্ষ খসড়ার উপর লিখিত মতবিনিময়ের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু করতে পারে। এ প্রস্তাবে ডে এ্যাসিসটেন্ট এ্যাটর্নী জেনারেল সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ বিষয়ে সর্ব অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য এ বিভাগের ১১/০৭/২০১৭ তারি পত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। তদপ্রেক্ষিতে পর মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয়েছে যে, আলোচ্য চুক্তিটির বিষয়ে মতা চেয়ে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চুক্তিটি চুড়ান্ত করা সংক্রান্ত সহযোগিতা কা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তাদের বিবেচনাধীন আছে জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মার্কিন দূতাবাসের নিয়মিত যোগাযোগ করে যাচ্ছে।

ক্রমিক	আইনেরনাম	খসড়া (বাংলায়) প্রণয়ন	কমিটি কর্তৃক খসড়া পর্যালোচনা	প্রণীত খসড়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা এর নিকট হতে লিখিত মতামত গ্রহণ	আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা	নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	ভেটিং এর জন্য খসড়ার কপি আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে খসড়া বিলের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ	জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ	ম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১
১।	The Dhaka Metropolitan Police Ordinace, 1976	কার্যক্রম গৃহীত	৩১ মার্চ, ২০১৮	১৫ মে, ২০১৮	৩০ জুন, ২০১৮	১৫ জুলাই, ২০১৮	১৫ আগস্ট, ২০১৮	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	
২।	The Chittagong Metropolitan Police Ordiance, 1978	”	৩০ এপ্রিল, ২০১৮	১৫ জুন, ২০১৮	৩১জুলাই, ২০১৮	১৫ আগস্ট, ২০১৮	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	৩০ নভেম্বর, ২০১৮	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮	
৩।	The Khulna Metropolitan Police Ordiance, 1985	”	৩১ মে, ২০১৮	১৫ জুলাই, ২০১৮	৩১ আগস্ট, ২০১৮	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১৫ অক্টোবর, ২০১৮	৩০ নভেম্বর, ২০১৮	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	
৪।	The Armed Police Battalions Ordinance, 1979	”	৩০ জুন ২০১৮	১৫ আগস্ট, ২০১৮	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১৫ অক্টোবর, ২০১৮	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	৩১ জানুয়ারি, ২০১৯	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	
৫।	The Armed Police Battalions Ordinance, 1979	”	৩১ জুলাই, ২০১৮	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮	৩১ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৫ মার্চ, ২০১৯	
৬।	The Police (Non-Gazetted Emplyees) Welfare Ordinance, 1986	”	৩১ আগস্ট, ২০১৮	১৫ অক্টোবর, ২০১৮	৩০ নভেম্বর, ২০১৮	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	৩১ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯	
৭।	The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922	”	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	৩১ মার্চ, ২০১৯	৩০ এপ্রিল, ২০১৯	১৫ মে, ২০১৯	
৮।	The Police Act, 1861	”	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	১৫ডিসেম্বর, ২০১৮	৩১ জানুয়ারি, ২০১৯	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৫ মার্চ, ২০১৯	৩০এপ্রিল, ২০১৯	৩১ মে, ২০১৯	১৫ জুন, ২০১৯	